কাব্য নয়নোৎসব।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীনবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

যোড়াসাঁকো। শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন ৭ নং

জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীঅদ্বৈতচরণ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০০ অগ্রহায়ণ।

মূল্য প্রতিখণ্ড ৶০ তিন আনা মাত্র।

সত্য চন্দ্রোদয় নাটক।

নান্দী।

স্থত্রধার। হে মঙ্গলময় মহানন্দ প্রদায়ক মহেশ্বর! তুমি অনাদি অমধ্য অনন্ত। তুমি নিত্য সত্য সনাতন নির্গুণ এবং নিরাকার কিন্তু তোমার রূপ ও গুণের ইয়ত্তা নাই। তুমি নিরাকার রূপে সমস্ত জগৎকে নিরাকার করিয়া অতি গম্ভীর ভাবে অবস্থান কর; এবং স্বাকার রূপে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভাবন করিয়া স্বয়ং বায়ুরাকাশাদি মহাভূত রূপে বিরাজিত হও। অতএব হে বিভো!

না বুঝিয়া মূঢ় জীব অহঙ্কার ভরে।
তোমায় লইয়া তর্ক বিতর্কাদি করে॥
কেহ বলে নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন।
কেহ বলে বিশ্বরূপ পতিত পাব
কেহ বলে শিব হন জগতের স
কেহ বলে মহাবিষ্ণু জগত আধা
কেহ বলে দুর্গা বিনে গতি আর নাই।
কেহ বলে বুদ্ধ দেব জগত গোঁসাই॥
কেহ বলে বিশ্বনাথ রাম রঘুবর।
কেহ বলে সর্ব্ব কর্ত্তা গৌর বিশ্বম্ভর॥

এই মত নানামত ল'য়ে যত নরে।
বুদ্ধির বিপাক হেতু নানা তর্ক করে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর॥
তুমি দেব তুমি দ্বিজ তুমি নরবর।
তুমি ব্যোম বায়ু বহ্নি আদি চরাচর॥
ব্রহ্মরূপে করিতেছ জগত সৃজন।
বিষ্ণু রূপে করিতেছ জগত পালন॥
শিব রূপে করিতেছ সংহারের কর্ম্ম।
গুরুরূপে সর্ব্ব জীবে শিখাতেছ ধর্ম্ম॥
ভক্তগণে জ্ঞান যোগ শিখাবার তরে।
নানা অবতার নাথ হও চরাচরে॥
অদ্ভুত তোমার শক্তি হেরিয়া নয়নে।
নমস্কার করি তব শক্তির চরণে॥

হে নাথ! এই জ্ঞান হীন কাতর কিঙ্করের প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত করিয়া সেই রূপ জ্ঞান দান কর, যদ্‌জ্ঞানে এই সংসারকে অসার বোধ হইয়া তোমার ধ্যান ধারণায় মন নিযুক্ত হয়।

হে বিভো! ত্রিতন্তু যুক্ত বীণার ন্যায় ত্রিতাপ যুক্ত আমার এই দেহ যন্ত্রে যেন সর্ব্বদাই তোমার নাম ও গুণ সকল শব্দিত হয়।

হে প্রভো! মেঘ নির্ঘোষই তোমার শব্দ, আকাশ তোমার মস্তক, পাতাল তোমার পাদ, সমুদ্র তোমার উদর, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র, বহ্নি তোমার বয়ান, বেদ তোমার হস্ত, এবং আর আর পদার্থ সকল তোমার বিরাট মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। তন্মধ্যে বিজলী তোমার হাস, নীহার তোমার ঘর্ম্ম, বৃষ্টি তোমার

অতি ঘর্ম্ম, বায়ু তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাস, এবং বারি রাশি তোমার রুধির। হে বিরাট পুরুষ! তোমার এই অতুল্য বিরাট রূপ দর্শনে প্রাণী মাত্রেই বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমার বিরাট মুর্ত্তিকে লক্ষ লক্ষ বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি।

আলাপ।

অহোঃ কি আশ্চর্য্য কি চমৎকার!!! আমি কোথায় আসিয়াছি?——এটী দেব সভা কি মনুষ্য সভা? এই সকল সভ্যগণ দেবতা বা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কি কিন্নর অথবা নর;—আমি তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না।

নটীর প্রবেশ।

নটী। হে নাথ! ইহা দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ বা কিন্নর সভা নহে ইহা মহারাজা জনমেজয়ের মহাসভা। নরপতি সর্পসত্র সমাধানান্তে মহর্ষি বৈশম্পায়নের প্রমুখাৎ মহাভারতান্তর্গত কলি উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমাকে কহিলেন, নটী শ্রেষ্ঠে! অদ্য তুমি সুন্দর রূপে দুরাত্মা কলিরাজের বিনাশাভিনয় কর।

ঐ দেখ প্রাণ নাথ রাজা জন্মেজয়।
বসেছেন এই সভা করে আলময়॥
চারিদিকে পাত্র মিত্র সোভিছে তেমন।
শশধরে ঘেরে যেন আছে তারা গণ॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা সভ্য সমুদয়।
অভিনয় দেখিবারে সভায় উদয়॥
অতএব হৃদয়েশ কর কর সাজ।
অবিলম্বে সাধি এস অভিনয় কাজ॥

প্রাণ বল্লভ! ঐ দ্যাখ সভ্যগণ তদ্রূপপ্রায় আমাদিগের মুখাব-

লোকন করিতেছেন, যেমন চাতক পক্ষি মেঘের মুখাবলোকন করিয়া থাকে।

নট। প্রিয়ে! সভ্যগণ উদ্বিগ্ন হৃদয় হইয়াছেন বটে; কিন্তু বিরক্ত হন নাই উহাঁরা সকলেই নাটকাভিনয় দর্শনেচ্ছানুরক্ত আছেন; যেমন চকোরগণ কৃষ্ণ পক্ষে বিরক্ত না হইয়া অবশ্যম্ভাবী শুক্ল পক্ষ আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

নটী। সত্য; কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত হয় না এদিকে প্রায় মধ্য রাত্রি উপস্থিত এই দেখ দীপসকল সমধিক উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে; যেমন হীরকখণ্ড রৌপ্য নির্ম্মিত আধার যোগে সমধিক উজ্জ্বলতা লাভ করিয়া থাকে।

নট। চল প্রিয়ে যাই তবে সাজিবার তরে।

নটী। যে আজ্ঞা চলুন তবে নেপথ্য ভিতরে॥

উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

পটোত্তলনানন্তর সাধু হৃদয় পুর। তথা মনরূপ সিংহাসনোপরি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বেদরাজ বাহাদুরের উপবেশন। বাম ভাগে ধর্ম্ম অমাত্যাসনে উপবিষ্ট।

উক্ত স্থানে কলিদূতের প্রবেশ।

দূত বেদ রাজার প্রতি।

মহারাজ! অসাধু হৃদর পুরাধিপতি মহাবীর কলি রাজের আমি দূত। আমার নাম বিজাতি।

রাজা। তোমার আগমনের কারণ কি?

দূত। মহারাজ! আপনি অবিলম্বে ধরণিতল পরিহার পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন। আপনি কি সাহসে এবং কাহার ভরসায় প্রবল পরাক্রান্ত কলিরাজের উপরে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন? দেখুন পৃথিবীর যাবতীয় ভূপতিগণকে তিনি স্বীয় ছত্রতলে আনিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা প্রায় তাবতেই তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ি কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব আর আপনি কাহার ভরসায় তদীয় রাজ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন? দেখুন প্রায় আপনার সমস্ত প্রজাগণই আমাদের ভূপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছে।

আপনার হিত ইচ্ছা যদিকর মনে।
তেজ্য কর নিজ রাজ্য মন সিংহাসনে॥
সঙ্গেল'য়ে আপনার যত দল বল।
একেবারে ধরা হ'তে হওহে বিরল॥

মহারাজ! মহাবীর কলি কহিয়াছেন যে যদ্যপি বেদরাজ অবনিমণ্ডল পরিত্যাগ না করে; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার সহিতে আমার ঘোরতর সমর হইবে।

যখন ধরিবে তীর, সমরেতে কলি বীর,
তখন জানিবে প্রাণ রাখা হ'ল দায়।
না ধরিতে শরাসন, তেজে মন সিংহাসন,
পলায়ন করি কর জীবন উপায়॥

রাজা। বিজাতি! কলি এখন কোথা আছে?

দুত। তিনি সমরাভিলাষী হইয়া সন্দিগ্ধ হৃদয়নামক রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন।

রাজা। দূত! তুমি পাপাত্মা কলিকে কহিবে যে, সে যেন

বীরত্ব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেনা ; আমি অবিলম্বেই তাহার দর্প চূর্ণ করিব।

দূত। যে আজ্ঞা আমি চলিলাম।

প্রস্থান।

(বেদরাজ ধর্ম্মের প্রতি)

মন্ত্রিন্! এখন কর্ত্তব্য অবধারণ কর।

ধর্ম্ম। মহারাজ! দুরাত্মাকে বিনষ্ট করাই কর্ত্তব্য। দেখুন পৃথিবীতে প্রায় স্বধর্ম্ম চর্চ্চা তীরোহিত হইয়াছে। প্রজারা ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে নিরত হইয়া দিন দিন মলিন, দুর্ব্বল এবং অল্পজীবী হইতেছে।

প্রায় যত দ্বিজগণ, করে মন্দ আচরণ,
ধর্ম্ম পানে ফিরে নাহি চায়।
নাহি করে যাগ তপ, নাহি করে পূজা জপ,
সন্ধ্যা মন্ত্র ভুলে নাহি গায়।।
যথায় তথায় যায়, যাহা পায় তাহা খায়,
চণ্ডাল হ'তে ও নীচ মর্ম্ম।
অনেক দ্বিজের ছেলে, উপবীত খুলে ফেলে,
পালিতেছে বিজাতিয় ধর্ম্ম।।
ক্ষত্রিয় রয়েছে যারা, সবে কুলাঙ্গার তারা,
নাহি ধরে খড়্গ শরাসন।
কেহ দরয়ানি করে, কেহ বৈশ্য বৃত্তি ধরে,
ক্ষাত্র ধর্ম্ম করেনা স্মরণ।।
উঠে গেছে নরমেদ, উঠে গেছে অশ্ব মেদ,
উঠে গেছে রাজসূয় যাগ।
উঠে গেছে অন্ন মেরু, উঠে গেছে স্বর্ণ মেরু,
রাজধর্ম্ম হয়েছে বিরাগ।।

আর যত আছে জাতি, খুঁজে দেখ পাতি পাতি,
কেহ নাহি মানে ধর্ম্ম ফল।
আগুণ নেগেছে মূলে, তাতেই পড়েছে ঝুলে,
শাখা পত্র আদি ফুল ফল॥

মহারাজ! পাপমতি কলি নিতান্ত প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে। দুরাত্মাকে সংহার না করিলে হোম এবং বষট্‌কার ব্যতিরেকে জগৎ কতক্ষণ রক্ষা হ'তে পারে? অতএব ব্রাহ্মণেরা যাহাতে স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া পুনর্ব্বার সত্য চন্দ্রের উদয় করিয়া মিথ্যা তিমির বিনষ্ট করিতে পারেন, তাহা যত্ন সহকারে সংসাধন করা কর্ত্তব্য।

রাজা। বল দেখি কি উপায়ে পাপাত্মাকে বিনাশ করিতে পারা যায়? খলমতি, তোমাকে এবং আমাকে সর্ব্ব প্রকারেই বল হীন করিয়া স্বরাজ্য বিস্তীর্ণ করিয়া সগর্ব্বে প্রজা পালন করিতেছে।

কিছু নাহি বল, কিছু নাহি বল,
দুর্ব্বল হয়েছি অতি।
প্রজাগণ যত, কলি অনুগত,
আমাতে নাহিক রতি॥
হয়েছি অবশঃ কাষেই সাহস,
সমরে করিতে নারি।
কি জানি সে জনে, জয়ী হ'তে রণে,
পারি কিম্বা নাহি পারি॥

ঐ দেখ আমাদিগের সেনাপতি মহাবীর আস্তিক, কলি সেনা নায়ক নাস্তিকের ভয়ে যেন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আকার বিশিষ্ট হইয়াছে। আহা, এক সময়ে উহার প্রতাপে—

যত শত্রু দল, হ'য়ে হীন বল,
হয়েছিল অদর্শন।
পুনঃ কাল পেয়ে, সমরেতে ধেয়ে,
হরিল আমার ধন ॥
নাস্তিক দুর্দ্দান্ত, অত্যন্ত অশান্ত,
কিছু নাই বোধাবোধ।
বাক্যে কায নাই, কাল যদি পাই,
তখন তুলিব শোধ ॥

আস্তিক। মহারাজ! আপনি যখন আমার প্রভু তখন পাপমতি নাস্তিক আমার কি করিতে পারে? আমি নাস্তিকের ভয়ে কৃশ হইনাই; কেবল মহাশয়ের দিন দিন যুদ্ধোদ্যম ভগ্ন দেখিয়া মনো দুঃখে নিতান্ত ক্ষীণ এবং মলিন হইতেছি। হে ভূপ! আপনি শত্রু ভয় পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করুন।

একাকী সমরে যাইয়া ভূপ।
দেখাব সংগ্রাম করি কি রূপ ॥
নাস্তিকাদি তার সেনানী যত।
নিশ্চয় তাহারা হইবে হত ॥
বিপক্ষ পতাকা উপাড়ি বলে।
উড়াব তোমার ধ্বজা ভূতলে ॥

মহারাজ! আমি সপথ করিয়া কহিতেছি আপনাকে শস্ত্র ধারণ করিতে হইবে না। আমি একাকীই শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ত্বদীয় যশরাশিতে মেদিনীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিব; আপনি যুদ্ধোদ্যোগ করুন।

মন্ত্রী রাজার প্রতি। মহারাজ! মহাবীর আস্তিক যাহা কহিলেন; তাহা উহাঁর পক্ষে অসম্ভব নহে। দেখুন এই নিদারুণ

সময়েও কেবল একমাত্র আস্তিকের বাহুবলেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে এই সাধুহৃদয়পুরে কালাতিপাত করিতেছি। হে রাজন্! আস্তিকের বীরত্বের পরিসমাপ্তি নাই।

আস্তিকের বাহুবলে, তব মান্য মহীতলে,
ব্যাপেছিল আর্য্যানার্য্য দেশ।
তোমার উদ্যম নাই, কলিরাজ দেখে তাই,
তব মান করিতেছে শেষ॥
তুমি যদি গুপ্ত রও, কোন কথা নাহি কও,
দাসগণ কি করিতে পারে?
প্রকাশিয়া বীর ধর্ম্ম, অঙ্গেতে আঁটুন বর্ম্ম,
দেখি শত্রু হারে কিনা হারে॥

আস্তিক (ধর্ম্মের প্রতি।) হে সচিব শ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধন মহাত্মা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; পিতামহ! যখন আপনি আমার পক্ষে সেনাপতি হইয়াছেন, এবং মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থমা, কর্ণ, ও শৈল্যাদি রণপণ্ডিতগণ আপনার পার্শ্বি এবং পৃষ্ঠ রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন কোন্ পক্ষে জয় হইবে তাহা আমাকে জ্ঞাত করুন। ভীষ্ম কহিলেন; "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" অতএব; হে মন্ত্রিন্!

তুমি সে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, ল'য়েছ অমাত্য কর্ম্ম,
মহারাজ বেদের নিকটে।
তোমার মন্ত্রণা বলে, কার সাধ্য ধরাতলে,
ত্রাণ পায় সমর শঙ্কটে॥
ধর্ম্ম যার হন পক্ষ, বিপক্ষ কি করে লক্ষ্য,
সেই জন সমর সাগরে।
মুক্ত কণ্ঠে তাই বলি, কি করিতে পারে কলি,
মহাবীর বেদ মহীধরে॥

হে ধর্ম্ম ! মহারাজ বেদের আজ্ঞা বলে, মহাশয়ের মন্ত্রণা বলে এবং আমার বাহুবলে বিপক্ষবল যে অবশ্য দুর্ব্বল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরন্দর যথা অসুর দলে।
সেই মত কলি দলিব বলে॥
যুক্তি শরাসন প্রমাণ বাণ।
যুড়িলে কলির উড়িবে প্রাণ॥
নিজ গুণ বলা উচিত নয়।
দেখাইব যদি সমর হয়॥

ধর্ম্ম। (আস্তিকের প্রতি) সেনাপতে ! আমাদের যুদ্ধ করাই উচিত। দুর্ম্মতি কলির অতিশয় দর্প হইয়াছে। তাহার দর্পাগ্নিতে মহারাজের দেহ মন ক্ষণকালের জন্যও সুশীতল হয় না।

এই দেখ ভূপতির হেন চন্দ্রানন।
মলিন হয়েছে সুধু কলির কারণ॥
অতএব কলি দর্প সহা নাহি যায়।
নিশ্চয় বিনাশ রণে করিব তাহায়॥

(বেদের প্রতি) মহারাজ ! আপনি দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়া রণসজ্জা করুন। আমরা নিশ্চয় জয়লাভ করিব।

রাজা। মন্ত্রিন্ ! যদি সমর করাই কর্ত্তব্য হয় ; তাহা হইলে বিপক্ষ সমীপে এক জন সুচতুর দূত প্রেরণ করা আবশ্যক ; অতএব কাহাকে উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি নিশ্চয় কর।

মন্ত্রি। মহারাজ ! উৎকৃষ্ট জাতি, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, সদ্‌-বক্তা, ধার্ম্মিক এবং প্রাচীন, এবম্প্রকার ব্যক্তিকে দৌত্য কর্ম্মে

নিযুক্ত করা আবশ্যক; অতএব হিন্দুকে উক্ত কার্য্যে প্রেরণ করাই উচিত। কারণ হিন্দুর সদৃশ প্রাচীন, বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক, এবং বিদ্বান ও সদ্বক্তা আর দ্বিতীয় নাই।

যত লোক আছে এই অবনি ভিতরে।
হিন্দুর সমানজ্ঞান কেহ নাহি ধরে॥
তাই বলি হিন্দুকেই কর তব দূত।
ওই সেতা বোসে আছে হিন্দু গুণযুত॥

রাজা। হিন্দু! তবে তুমিই দূত ভাবে কলিরাজার সভায় গমন কর।

হিন্দু। মহারাজ! যে স্থানে গো হত্যা, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান, মিথ্যালাপ, প্রবঞ্চনা, চুরি, কপট দূতক্রীড়া, অভোজ্যভোজন, অগম্যগমন, অকথ্যকথন, দেবনিন্দা, পিতৃনিন্দা, গুরুনিন্দা, দ্বিজনিন্দা এবং মহাশয়ের নিন্দা হয়, সে স্থানে ত্বদীয় শরণাগত এই হিন্দু ভ্রমক্রমেও পদার্পণ করে না, কেবল মহাশয়ের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে সেই পাপাত্মা কলিরাজার পাপময় সভায় গমন করিতে বাধ্য হইলাম।

কি কথা কহিব তথা কহ গুণাকর।
এখনি যাইয়া কার্য্য সাধিব তৎপর॥
তোমার কিঙ্কর আমি হিন্দু নাম ধরি।
ত্রিভুবনে কোন জনে ভয় নাহি করি॥

রাজা। হে দূত পতে! যখন আমাদিগের যুদ্ধ করাই নিশ্চয় হইল, তখন পত্রাদি লিখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি বাচনিকে কহিবে; রে কলি! যদি তোর জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রণবাসনা পরিত্যাগ করিয়া অতি প্রচ্ছন্নভাবে মনুষ্য

গণের অগম্য হিংস্র পশু সমাকুল ঘোর অরণ্যে অবস্থান কর্। যদি এই হিত বাক্য শুনিয়া দুরাত্মা স্বীয় বুদ্ধির বিপাকে দম্ভ প্রকাশ করে, তাহা হইলে পুনশ্চ কহিবে, রে পামর! তুই যে স্থলে বসিয়া দম্ভ প্রকাশ করিতেছিস্ সেই স্থলেই যে কতশতবার পরাজিত হইয়াছিস্ তাহা একবার মনে মনে স্মরণ কর্।

তোমায় শিখাব কত তুমি গুণাকর।
যেরূপ শুনিবে কোর সেরূপ উত্তর॥
যত আছে পাপাশয়, ক'রনা তাদের ভয়,
বল হীন তাদের অন্তর।
তোমায় শিখাব কত তুমি গুণাকর॥
যাও তুমি শীঘ্রগতি, যথা আছে খল মতি,
সঙ্গে ল'য়ে নিজ অনুচর।
যেরূপ শুনিবে কোর সেরূপ উত্তর॥

হিন্দু। যে আজ্ঞা; আমি চলিলাম।

[প্রস্থান।

(পট ক্ষেপণ।)



দ্বিতীয় অঙ্ক

পটোত্তোলনানন্তর সন্দিগ্ধ হৃদয় নামক রণক্ষেত্র। তথা ধর্ম্ম বিপ্লব নামক কদর্য্য রাজাসনে কলিরাজ উপবিষ্ট। বামে অধর্ম্ম মন্ত্রী সম্মুখে নাস্তিক সেনাপতি এবং অন্যান্য বীরগণ।

[বিজাতি দূতের প্রবেশ।]

বিজাতি। মহারাজের জয় হউক।

কলি। কেহে বিজাতি, তথাকার সমাচার কি?

দূত। অবধান মহারাজ, হ'লনা কিছুই কাজ,
যাতায়াত হ'ল মাত্র সার।
বিনাযুদ্ধে এ ধরায়, তেজিবেনা বেদরায়,
যাজান তা কর এই বার॥

অধর্ম্ম। মহারাজ! আমি প্রথমেই কহিয়াছিলাম যে বেদরাজা বিনা যুদ্ধে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিবেনা। দেখুন আমার অনুমান সিদ্ধ হইল কি না।

কলি। অমাত্য! বেদরাজা যে ভীরুস্বভাব নহে তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি তাহাকে বীর মধ্যে গণনা করিনা।

মন্ত্রি। মহারাজ! বোধ হয় বেদরাজ তাহার একজন দূতকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছে। ঐ দেখুন একজন দূত বেশধারী ত্বদীয় পটগৃহাভিমুখে আগমন করিতেছে।

হিন্দু (কলি সন্নিধানে যাইয়া)। কলিরাজ! আমি মহারাজা

বেদের দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ত্বদীয় সকাশে আগমন করিলাম আমার নাম হিন্দু।

কলি। কি আশ্চর্য্য !!! হিন্দু! তুই আমার আমলে এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছিস !!? কি কহিব যে তুই দূত ; তাহা না হইলে এই দণ্ডেই তোকে বিনষ্ট করিতাম।

হিন্দু (কলির প্রতি)। মহারাজ ?

বৃথা কেন কর খেদ, যত কাল রবে বেদ,
তত কাল রবে মম কায়।
কার সাধ্য করে নষ্ট, কে আমায় দেয় কষ্ট,
হেন জন না হেরি ধরায় ॥
আসিয়াছি দূত কাজে, বেঁচে গেলে কাজে কাজে,
কটু বাক্য কহিয়া আমায়।
তা নহিলে এইস্থলে, প্রকাশিয়া বাহু বলে,
ভাল শিক্ষা দিতাম তোমায় ॥

এক্ষণে সম্রাট প্রবর মহামান্যবর বেদ যাহা কহিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। তিনি কহিয়াছেন ; " রে কলি! যদি তোর জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রণ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অতিপ্রচ্ছন্ন ভাবে মনুষ্য গণের অগম্য হিংস্র পশু সমাকুল ঘোর অরণ্যে অবস্থান কর। হে কলি! মহারাজ বেদ তোমাকে এই কহিয়াছেন কিন্তু আমি তোমাকে কহিতেছি—

সাধ থাকে বাঁচিবার, ছেড়ে বেদ অধিকার,
ম্লেচ্ছ দেশে করহে প্রস্থান।
তথায় যাইলে পাবে যথেষ্ট সম্মান ॥

কলিরাজ! তুমি এই পবিত্র ভারত ভূমে কোন ক্রমেই সুখ লাভ করিতে পারিবেনা। এ স্থানে সকলেই তোমার শত্রু। অতএব শত্রু মণ্ডলে সুখের সম্ভাবনা কি ?

শত্রুর মণ্ডলে বাস, মূর্খে করে অভিলাষ,
পণ্ডিতে না ইচ্ছা করে মনে।
মূর্খেই বরণ করে আপন মরণে ॥

কলিরাজ! তুমি এই সকল মুর্খ পারিষদ গণের কুপরামর্ষানুসারে আপনার মৃত্যুকে আপনি আহ্বান করিতেছ। তোমার পক্ষে এমন বীর কে আছে? যে তাহার বাহু বল আশ্রয় করিয়া মহাবীর বেদের সহিত সংগ্রাম করিতে চাহ?

অধর্ম্ম। দূত! মহারাজা নিজের এবং নাস্তিকের বাহুবলেও আমার মন্ত্রণা বলে অবশ্যই বিজয় লাভ করিতে পারিবেন।

হাজার হাজার বীর, সমরে ধরিয়া তীর,
যেই কার্য্য করিবারে নারে।
আমার মন্ত্রণা বলে, কিবা জলে কিবা স্থলে,
সেই কার্য্য হইতে হে পারে ॥

হিন্দু। হাঃ কি আশ্চর্য্য!! যে ব্যক্তি তোমাকে জানেনা, তুমি তার কাছে স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর।

তব মন্ত্র বল যত, আছি আমি অবগত,
আমি হিন্দু আজিকার নয়।
তুমি যত মন্ত্রস্থর, ভাঙ্গিব তাহার ভুর,
এই স্থানে দিয়ে পরিচয়।

হে কলিরাজ! তোমার এই অধর্ম্ম মন্ত্রি অপেক্ষা, আমি প্রাচীন। আমার উদ্ভবের বহুকাল পরে এই পাপাত্মার জন্ম হইয়াছিল। দুর্ম্মতি জন্ম লাভ করিয়া প্রথমে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকোশিপুর প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় দুর্মন্ত্রণা বলে উভয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিয়াছিল। ধার্ম্মিক প্রবর প্রহ্লাদ পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধিকার হইতে উহাকে

দূরীভূত করিয়া দেন। দুরাত্মা পদচ্যুত হইয়া বহুকাল প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পরে লঙ্কানগরীতে রাজা দশাননের প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত হয়।

ইহারি মন্ত্রণা শুনে, না ভাবিয়া রাম গুণে,
জানকী হরিয়া লঙ্কেশ্বর।
হারাইল নিজ বংশ, আপনি হইল ধ্বংস,
রাম সঙ্গে করিয়া সমর।
অতঃপরে বিভীষণ, পেয়ে ভ্রাতৃ সিংহাসন,
কালি দিয়ে বদনে ইঁহার।
খর পৃষ্ঠে চাপাইয়া, কুলোর বাতাস দিয়া,
ক'রে দিল রত্নাকর পার॥

বিভীষণের শাসন ভয়ে খলমতি যে কোথায় পলায়ন করিয়াছিল তাহা কেহই জানিত না। অনন্তর বহু দিনান্তর হস্তিনাপুরে রাজা দুর্য্যোধনের প্রধান অমাত্য পদে অধিরূঢ় হইয়া নিজ মন্ত্রণা গুণে তাহাকে সদল সহিতে রণশায়ি করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের শাসন ভয়ে ম্লেচ্ছ দেশে পলায়ন করিয়াছিল।

আপাততঃ—

নবীন ভূপতি তোমায় পেয়ে।
পুনশ্চ পাপাত্মা এসেছে ধেয়ে॥
নিয়েছে প্রধান অমাত্য পদ।
বেড়েছে তাহাতে অত্যন্ত মদ।
মহাপাপি ওটা অধর্ম্ম নাম॥
দণ্ড ভেদ বিনে না জানে সাম।

কলিরাজ! তুমি নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়াই দুরাত্মা তোমাকে স্ববশে আনিয়াছে। তুমি কদাচিৎ উহার মন্ত্রণানুসারে কার্য্য

করিওনা। তাহা হইলে তোমাকেও অচিরাৎ হিরণ্যাক্ষাদি ভূপতিগণের ন্যায় ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে।

নাস্তিক সক্রোধে। রে হিন্দু! তুই বক্ষে বসিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিতেছিস্? তোর এত বড় স্পর্দ্ধা—

কড়া মাত্র বল নাই কথা কোষ চেড়ে।
দূত বলে কিন্তু আমি দিবনাক ছেড়ে॥
ফের যদি কোষ্ কথা হাত মুখ নেড়ে।
তা হলে নিশ্চয় আমি জাবো তোকে তেড়ে॥

রে বাচাল! আমার নাম নাস্তিক। আমি দূত ফুত কিছুই মানিনা। যদি তোর প্রাণ রক্ষ্যা করিতে চাস্ তাহা হইলে অবিলম্বে নিস্তব্ধ ভাবে প্রস্থান কর্; নতুবা তোর্ নিস্তার নাই।

আরে মর্ মর্ ভেড়ে, কথা কোষ চেড়ে চেড়ে,
ইচ্ছে হয় দিই নেড়ে, মুখের মতন।
মুখেতে লাগাম্ পর মুখের বচন হর
তা না হ'লে যম ঘর্, করাব দর্শন॥

হিন্দু হাস্য করিতে করিতে। রে নাস্তিক! তুই আমাকে যম ঘর দর্শন করাবি? কি ভ্রান্তি, কি ভ্রান্তি!!! এ রোগের শান্তি এখনি করিতে পারি।

কি বলিব দূত বেশে, আসিয়াছি এই দেশে,
তানহিলে ধ'রে কেশে, ক'রে মুষ্টাঘাত।
এখনি করিতে পারি তোমাকে নিপাত॥

রে মূর্খ!—শঙ্কর আচার্য্য ছিল দয়ার নিদান।
তাই তার কাছে তোর বেঁচেছিল প্রাণ॥
এবার বাঁচিতে আর হবেনা ধরায়।
মরণ বরণ শীঘ্র করিবে তোমায়॥

কলি। হিন্দু ! তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। আমরা বিনা যুদ্ধে রাজত্ব পরিত্যাগ করিবনা।

হিন্দু। হাঁ ; আসন্ন কালের কথাই এই। আমি চলিলান।

[প্রস্থান।

কলি অধর্ম্ম মন্ত্রির প্রতি, অমাত্য ! বেদরাজের অভিপ্রায় বুঝিলে তো ? এখন সতর্ক হইয়া সকলে রণস্থলে অবস্থান কর ; যেন শত্রুগণ সহসা আক্রমণ করিতে না পারে।

চারি দিকে কর থানা, যেন কোনমতে হানা,
দিতে নাহি পারে শত্রুগণ।
বেদের অমাত্য যেটা, বুদ্ধিমান বড় সেটা,
তাই ভয় হয় অনুক্ষণ ॥
শুনহে নাস্তিক বীর, বেছে বেছে রাখ তীর,
আস্তিক সামান্য স্থর নয়।
আস্তিকের বাহু বলে, বেদের রাজত্ব চলে,
মহারথি সেই দুরাশয় ॥

নাস্তিক যোড় করে, মহারাজ ! আপনি নির্ভয় হউন। সে যত বড়ই বীর হউক ; আমার শতাংশের এক ভাগেরও তুল্য নহে।

যতক্ষণ বেঁচে রব অখিল সংসারে।
ততক্ষণ কার সাধ্য স্পর্শে হে তোমারে ॥
একা যদি করি রণ ধরি শরাসন।
মূহুর্ত্তে জিনিতে পারি সমস্ত ভুবন ॥
তখন পাইবে রায় মম পরিচয়।
আস্তিক সঙ্গেতে যদি যুদ্ধ কভু হয় ॥
রেখেছি যে সব বাণ করিয়া যতন।
আস্তিকের সাধ্য নাই করিতে খণ্ডন ॥

অতএব মহারাজ ক'রনা হে ভয়।
নিশ্চয় তোমার জয় নিশ্চয় নিশ্চয় ॥

মহারাজ! কুকামাদি আপনার যে ছয় জন মহারথী আছে; তাহারা প্রত্যেকে শত শত রথির কার্য্য করিতে পারে। আর আমি স্বয়ং সহস্র মহারথীর বল ধরিয়া থাকি; অতএব আপনার ভয়ের তাৎপর্য্য কি?

একাকি রাজন করিয়ে সংগ্রাম।
নিশ্চয় জগতে রাখিব স্বনাম॥
বিপক্ষ নিচয় আসিলে সমরে।
দেখিব আস্তিক কত বল ধরে॥
শুনহ সকলে প্রতিজ্ঞা আমার।
আস্তিকের নাম রাখিবনা আর॥

কলি। হে বীর! আস্তিকের বিনাশ জন্যই তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব সে ব্যক্তি যে তোমার বধ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অধর্ম্ম কলির প্রতি। রাজন! এক্ষণে কোন গুপ্ত অনুচর দ্বারা বেদরাজার যুদ্ধ মন্ত্রণা সকল জ্ঞাত হওয়া যাউক।

কলি। তবে একজন সুচতুর চরকে তথায় প্রেরণ কর।

মন্ত্রি। মহারাজ! আধুনিক ব্রাহ্মকে চর কর্ম্মে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য।

বিজাতি। মন্ত্রিণ! আধুনিক ব্রাহ্ম সুচতুর বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে তাহাকে বিশ্বাস হয় না।

ব্রাহ্ম। বিজাতে! যদিও আমি সেই বিপক্ষ বংশে উদ্ভব হইয়াছি বটে; কিন্তু মহারাজা কলির আমি নিতান্ত বাধ্য এবং শরণাগত জানিবে।

কলি। ব্রাহ্ম! তুমি যে আমার একান্ত বাধ্য এবং তোমার দ্বারা যে আমার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই তাহা আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি যাও তুমি নিঃশঙ্ক মনে আমার কার্য্য সংসাধন কর।

ব্রাহ্ম। যে আজ্ঞা ; আমি চলিলাম।

[প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক।

পটোত্তোলনান্তর সাধু হৃদয় পুর। তথা বেদরাজ সভায় হিন্দুর প্রবেশ।

হিন্দু। মহারাজের রাজশ্রীর জয় হউক, জয় হউক।

বেদ। ক্যামন হে! সংবাদ কি?

হিন্দু। মহারাজ! দুরাত্মাদিগের দম্ভের সীমা পরিসীমা নাই। তাহারা বিনা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেনা।

বেদ। উত্তম, উত্তম, আমারও বাসনা তাই।

হে সভ্যগণ! আমি সর্ব্বজন সমক্ষে সপথ করিয়া কহিতেছি ; দুরাত্মা কলিকে আর কোন মতেই অবস্থান করিতে দিব না। আমি নিশ্চয় তাহাকে পরাভব করিয়া পুনরায় সত্যচন্দ্রের উদয় করিব। হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে সমর সজ্জা করিয়া সন্দিগ্ধ হৃদয় নামক রণক্ষেত্রে শুভ গমন কর।

হে বীরগণ! তোমরা অতি যোদ্ধা এবং অতি বোদ্ধা; সামান্য কলির পরাক্রমে তোমাদিগের কি হইতে পারে? তোমরা অদ্বিতীয় এবং অমর; অতএব সমরক্ষেত্র যে তোমাদিগের ক্রীড়াভূমি ও অতিআনন্দের স্থান তাহা ব্যক্ত করা বাহুল্য। এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে রণস্থলে গমন পূর্ব্বক শত্রু কূলকে নির্ম্মূল কর।

সজ্জা কর সেনাগণ, সাজহে সেনানী জন,
অঙ্গেতে আটিয়া যুক্তি বর্ম্ম।
পরিয়া বিজ্ঞান বস্ত্র, ধরিয়া সিদ্ধান্ত অস্ত্র,
সাধো সবে বীরোচিত কর্ম্ম॥
জয় করে ধরাধাম, তুলে দ্যাও কলি নাম,
দুষ্ট জনে করিয়া সংহার।
তুলিয়া বিজয় ধ্বজা, মন সুখে কর মজা,
আত্ম বশে আনিয়া সংসার॥

সেনাপতে! আর বিলম্ব কোরনা, অবিলম্বে গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী এবং পদাতিগণ সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে প্রস্থান কর।

আস্তিক। যে আজ্ঞা; আমরা চলিলাম।

[সকলের প্রস্থান।

(পটঃ প্রক্ষেপন)

[পটোত্তোলনানন্তর সন্দিগ্ধ হৃদয়ক্ষেত্র তথা কলি সন্নিধানে আধুনিক ব্রাহ্ম নামক গুপ্ত

[অনুচরের প্রবেশ।]

অনুচর। মহারাজ! বোধ হয় এইবার বা আমাদের শ্রাদ্ধ গড়ায়।

কলি। ক্যান হে? ব্যাপারটা কি?

দূত। আজ্ঞা; ব্যাপার বড় সহজ নয়।

মন্ত্রি। ক্যানহে! কি রকম দেখে এলে?

অনু। মহাশয়! রকমের কথা আর বোলব্ কি? এবার অতি ভয়ানক রকম। বেদরাজা সভ্যগণ সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া কহিল, যে, আমি নিশ্চয় সেই পাপাত্মা কলিকে উপস্থিত সংগ্রামে রণ-শায়ী করিব।

মন্ত্রি। ওহে! মুখে বড়াই অনেকেই করে; কিন্তু কার্য্যে পরি-ণত করা অতি সুকঠিন। আর কিছু শুন্‌লে?

অনু। আজ্ঞা হাঁঃ বেদরাজা পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য গণকে যথেষ্ট রণোৎসাহ দিয়া প্রধান সেনাপতি আস্তিককে কহিল; সেনাপতে! তুমি অবিলম্বে চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া সমর ক্ষেত্রে গমন কর। বোধ হয়, তাহারাও আগত প্রায়।

কলি। অমাত্য! বেদরাজা অতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যদি পশ্চিমের চন্দ্র পূর্ব্বদিকে উদয় হয়; তথাপি তাহার প্রতিজ্ঞা বিফল হইবার নহে। অতএব অতি সাবধান পূর্ব্বক শিবির রক্ষা কর।

নাস্তিক। মহারাজ! আপনি ঐই দুরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ করুণ; বেদরাজা বিপুল সৈন্য লইয়া রণ ভূমে আগমন করি-তেছে।

কলি, আহ্লাদের বিষয়; আহ্লাদের বিষয়; আমাদের শত্রু সমুহ বহু দিবসাবধি উপবাসী আছে।

(নেপথ্যে ভেরী নিস্বন ভাক্ত ব্রাহ্ম
কলিরাজার প্রতি।)

মহারাজ! ঐ শুনুন, বিপক্ষ গণের ভেরীনাদ শুনা যাইতেছে।

কলি দুরবীক্ষণ লইয়া ঈক্ষণ করিতে করিতে) উঃ !!! বিস্তর সৈন্য লইয়া আসিতেছে।

অধর্ম্ম, মহারাজ! উহারা পতঙ্গ সমূহের ন্যায় সমরানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আসিতেছে। আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

এত ধরি বুদ্ধি বল, শরা দেখি ধরাতল,
কাহারেও গণ্য নাহি করি।
যত বড় হোক স্থর, ভাঙ্গিব তাহার ভুর,
সুশাণিত তর্ক তীর ধরি॥
অধর্ম্ম আমার নাম, আমার এ দেহ ধাম,
বিষ তুল্য কুযুক্তিতে ভরা।
তাই বলি পদতলে, কেবল অযুক্তি বলে,
এত বড় ধরা দেখি শরা॥

মহারাজ! আমি যে কি প্রকার মন্ত্রণাকুশল, তাহার পরিক্ষার সময়ও অতি সন্নিকট হইয়াছে।

কলি, হে মন্ত্রিণ্! তোমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় তোমার নামেতেই প্রকাশিত আছে। আমি কেবল তোমারই মন্ত্রণা বলে প্রবল পরাক্রান্ত বেদরাজার উপরে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছি।

অধর্ম্ম যাহার মন্ত্রি এই মহীতলে।
কার সাধ্য এঁটে ওঠে সে রাজার বলে॥
ছোট বড় রাজা আছে যত এ সংসারে।
তোমার গুণেতে আমি জিনেছি সবারে॥

ওহে বাদ্যকর গণ! তোমরা এই সময়ে একবার তুমুল শব্দে ...ণ বাদ্য কর ; য্যান বাদ্যরবে বিপক্ষগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বাদ্যকর, যে আজ্ঞা মহারজ।

বাদন

ভোঁপো ভোঁপো ভোঁপো ভোঁপো, ভ্যাঁক ভ্যাঁক ভ্যাঁক।
এই বার ধর্ম্ম দুর্গে এঁটে দ্যাও ম্যাক।
কোসেএঁটে দ্যাও ম্যাক॥
ভ্যাঁও ভ্যাঁও ভ্যাঁও ভ্যাঁও ভ্যাঁও ভ্যাঁও ভ্যাঁও।
বেদ নাম হোতে দুর করে দ্যাও।
সবে দুর কোরে দ্যাও॥
পোঁ পোঁ, পোঁ পোঁ, পোঁ পোঁ, পোঁ পোঁ, পোঁ পোঁ পোঁ।
ধর যত বীরগণ সুয়ারের গোঁ।
ধর সুয়ারের গোঁ॥
গুম্ গুম্ গুম্ গুম্, গুম্ গুম্ গুম্।
মরিলে বিপক্ষ গণ আমাদের ধুম।
হবে আমাদের ধুম॥
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্।
যত আছ সেনাগণ কোসে খাও রম্।
সবে কোসে খাও রম্॥

নিস্তব্ধ।

বেদরাজা ধর্ম্মের প্রতি। মন্ত্রিবর! ঐ দ্যাখ বিপক্ষেরা রণ ভূমির পশ্চিম।দকে অবস্থান করিতেছে। চল আমরা পূর্ব্বদিকে শিবির নির্ম্মাণ করি।

ধর্ম্ম, যে আজ্ঞা মহারাজ।

[অনন্তর পূর্ব্বদিকে শিবির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদভ্যান্তরে সকলের প্রবেশ)]

(সন্ধ্যাকাল। কলি স্বীয় দূতের প্রতি।)

দ্বিজাতি! তুমি বেদরাজার নিকটে যাইয়া বিজ্ঞাপিত কর;

য্যান আগত প্রাতঃকালে তাহার সহিতে আমার যুদ্ধারম্ভ হয়।

বিজাতি। যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম।

বেদ সন্নিধানে যাইয়া। মহারাজ! আমি কলিরাজার দূত সেই বিজাতি। মহারাজ কলি আপনাকে কহিয়াছেন; য্যান আগত প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত আপনার যুদ্ধারম্ভ হয়।

বেদ। বিজাতি! তুমি কলিরাজাকে কহিবে যে তদীয় প্রার্থনা শ্রবণে বেদরাজ কহিলেন; বিজাতি! কেন সে আপনার মৃত্যুকে আপনি আহ্বান করিতেছে? সে কি আমার পরাক্রম একেবারে বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে? কি আশ্চর্য্য !!!

এসেছি যনথ রণে, তখন তাহার সনে,
কি হেতু না দেখা হবে বল।
যতক্ষণ তার সঙ্গে, সাক্ষাৎ না হয় রঙ্গে,
ততক্ষণ তাহার মঙ্গল॥

হে দূত! যদি কলিরাজার প্রাণ রক্ষার বাসনা থাকে; তবে তাহাকে পলায়ন করিতে বল; কিন্তু রণ স্থলে আমার সম্মুখে আসিলে আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিবনা।

বিজাতি। বেদরাজ! আপনি কলিরাজকে তাচ্ছিল্য করিবেন না, তিনি মহাশয়ের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; দেখুন তাঁহার জন্ম হওনাবধি আপনার আর পূর্ব্ব শ্রী নাই।

যার নাম শুনে কাণে, ভয়েই বাঁচনা প্রাণে,
হয়ে আছ শুষ্ক কাষ্ঠ প্রায়।
না জানি তাহার সঙ্গে, কেমনে মাতিবে রঙ্গে,
এ কথা যে শুনে হাসি পায়॥

বেদরাজ! আপনি কলিরাজের পরাক্রম জানিয়াও জানি-

তেছেন না ; দেখুন, আপনকার তিন কালের উপার্জ্জিত মান সম্ভ্রম তিনি একালেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব তাঁহার ক্ষমতার প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করুন।

বেদদূত। দ্বিজাতি! তোমাদিগের রাজার তাদৃশ দীর্ঘ বাহু নহে যে আমাদিগের ভুপতির অতি উচ্চতম মানসম্ভ্রমকে স্পর্শ করিতে পারে। কলি তৃণ তুল্য বেদরাজা পর্ব্বত সদৃশ ; অতএব সে যে মহারাজের নিকটে অতিবক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র।

ধর্ম্ম। ভোঃ হিন্দু! রাজা দুর্য্যোধন যেমন স্বকার্য্য সাধন জন্য অতি অমান্য অযোগ্য রাধেয় পুত্র কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যে রাজা করিয়াছিল ; সেই রূপ পাপাত্মা কলি স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে এই অতি অযোগ্য দ্বিজাতিকে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের আধিপত্য প্রদান করিয়াছে। অতএব দ্বিজাতি যে শত মুখে কলি প্রশংসা করিবে, তাহার বিচিত্র কি ?

হিন্দু। মন্ত্রিবর! কি বলিব যে দুরাচার দূত হইয়া আসিয়াছে—

বেদ। দ্বিজাতি! তোমাদিগের রাজার প্রার্থনা পরিপুরণে আমি অঙ্গীকৃত হইলাম ; তুমি প্রস্থান কর।

দ্বিজাতি। যে আজ্ঞা ; আমি চলিলাম।

[প্রস্থান।

অনন্তর কলি সন্নিধানে যাইয়া। মহারাজ! আপনকার প্রার্থনানুসারে কল্য প্রভাতে যুদ্ধারম্ভ হইবে ; এক্ষণে কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।

কলি অধর্ম্মের প্রতি। হে অমাত্য! বেদরাজা যে অদ্বিতীয়,

পরাক্রমশালী এবং তাহার সৈন্যগণ যে নিতান্ত রণ দুর্ম্মদ তাহা জগদ্বিখ্যাত। অতএব এরূপ ব্যূহ রচনা করিতে হইবে, যাহা শত্রুগণ কোন মতেই ভেদ করিতে না পারে। অধর্ম্ম। মহারাজ! আমরা প্রলোভন নামক অভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিব। তাহারা কোন ক্রমেই উহা ভেদ্ করিতে পারিবে না। সেনাপতে! তোমার মত কি?

নাস্তিক। মন্ত্রিবর! তদুক্ত ব্যূহ তুল্য সুদৃঢ় ব্যূহ আর দ্বিতীয় নাই, কোল্য উহাই রচনা করা যাইবে।

কলি। ব্যূহটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যূহ বটে; কিন্তু আর ও কথার আন্দোলনে আবশ্যক করেনা।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা; তবে শয়ন করুন; আমরা স্ব স্ব স্থানে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন]।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রাতঃকাল।

রণ স্থলের পশ্চিমাংশে কলি সৈন্য এবং পূর্ব্বাংশে বেদসৈন্যরণ সজ্জায় দণ্ডায়মান। কলি—সেনাপতি নাস্তিক

কলির প্রতি।

মহারাজ! তবে আমি প্রলোভন ব্যূহ রচনা করি?

কলি। হাঁঃ তাহাই রচনা কর।

নাস্তিক। যে আজ্ঞা; তবে আমার রচনা প্রণালি দৃষ্টি করুন। লম্পট সেনাগণ! তোমরা অদ্বিতীয় যোদ্ধা; অতএব এই অত্যাশ্চর্য্য প্রলোভন ব্যূহের মুখ স্বরূপ হইয়া অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হও।

বার বিলাসিনী গণ? তোমরা শস্ত্র ধারিণী হইয়া ব্যূহের কণ্ঠ স্থানের কার্য্যসাধন কর।

শৌণ্ডিকগণ! তোমরা অদ্ভুত বীর এবং অদ্বিতীয় সাহসি অতএব ব্যূহের বক্ষঃস্থল হইয়া বিপক্ষগণকে অবেক্ষণ কর। গুপ্ত বিলাসিনীগণ! তোমরা সুমেরু অচলকে পাতিত করিতে পার। তোমাদিগের অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই; অতএব ব্যূহের গর্ভ স্থান হইয়া শত্রু কুল সংহার কর।

স্বধর্ম্মচ্যুত সেনাগণ! তোমরা ব্যূহের কটিদেশ হইয়া সতর্ক পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হও।

স্বেচ্ছাচারিগণ! তোমরা ব্যূহের উরু দ্বয় হইয়া অবস্থান কর। তোমাদিগের ন্যায় মায়া যোদ্ধা এই অবনিমণ্ডলে বিরল। হে একাকারগণ! তোমরা ব্যূহের পাদদ্বয় হইয়া বৈরি নির্যাতনের চেষ্টা কর।

সৈন্যগণ আজ্ঞা মতে দাঁড়াইলে
নাস্তিক কলির প্রতি।

ভোঃ রাজন্! একবার এই অছেদ্য অভেদ্য প্রলোভন নামক সুদৃঢ় ব্যূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

হে মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কোন বীর নাই যে এই ব্যূহভেদ করিতে পারে। আপনি এবং মন্ত্রিবর ব্যূহ অন্তরালে অবস্থিতি করুন। কুকাম, কুক্রোধ, কুলোভ, কুমোহ, কুমদ এবং কুমাৎসর্য্য এই ছয় মহারথি আপনাদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকুন।

হে ভূপ! অদ্য কুমাৎসর্য্য, সেনাপতি পদে অধিরূঢ় হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করুন আমি তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব।

বাদ্যকরের প্রতি। বাদ্যকরগণ! একবার বাদ্য কর।

বাদন।

পুঁপুঁ পুঁপুঁ পুঁপুঁ পুঁপুঁ পুঁ পুঁ পুঁ।
তাহারেই নষ্ট কর যে করিবে টুঁ॥
টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ টুন্।
একেবারে শত্রু গণে কোরে ফ্যাল খুন॥
গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্।
বিপক্ষের ভয়ে কেহ খেওনাক গুম্॥

নিস্তব্ধ।

বেদরাজা স্বীয় সেনাপতির প্রতি।

সেনাপতে! ঐ দ্যাখ পাপাত্মারা প্রলোভন ব্যূহরচনা করিয়াছে। তুমি কোন্ ব্যূহ করিতে ইচ্ছা কর?

আস্তিক। মহারাজ! আমি অটল নামক ব্যূহ করিতে ইচ্ছা করি।

বেদ। তবে তাহাই রচনা কর।

সেনাপতি। যে আজ্ঞা মহারাজ।

অনন্তর ব্যূহ মুখে ভদ্র, কণ্ঠে সতী, হৃদয়ে গোপ, উদরে লজ্জিতা, কটীতে স্বধর্ম্মী, উরুদ্বয়ে শুদ্ধাচারী, পাদ যুগলে বর্ণ নামক সেনা রক্ষা করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বেদের প্রতি।

মহারাজ! একবার ব্যূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এমন সুকঠিন ব্যূহ, আর নাই। আপনি নির্ভয় মনে প্রধানামাত্যের সহিত ব্যূহের শেষ সীমায় অবস্থান করুন। সুকাম, সুক্রোধ,

সুলোভ, সুমোহ, সুমদাদি মহারথীগণ আপনার দেহ রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হউন। মহাবীর সুমাৎসর্য্য সেনা মুখে অবস্থান করুন। আমি উহাঁর পৃষ্ঠ রক্ষা করিব।

অনন্তর

ওহে বাদ্যকরগণ! তোমরা একবার আনন্দ সহকারে রণ বাদ্য কর।

বাদন।

গাডা গাড্ডু মাসা গুম্, গাডা গাড্ডু মাসা গুম্
উদয় হইবে সত্য কলি যাবে ঘুম্॥
ড্যাং ড্যাংয়া ড্যাং ড্যাং ড্যাংয়া ড্যাং ড্যাংয়া ড্যাং ড্যাং।
ভাং ভাং ভেঙে ফ্যাল্ বিপক্ষের ঠ্যাং॥
তাক্ তাক্ তাক্ তাক্ তাক্ তাক্ সীন্ তাক্।
কাট্ কাট্ কেটে ফ্যাল শত্রুদের নাক॥
কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই।
বৈরিদের মাথা কেটে ক'রে ফ্যাল ডাঁই॥

নিরব।

(কলিরাজার সেনাপতি কুমাৎসর্য্য প্রলোভন ব্যূহের দ্বারে থাকিয়া স্বীয় সেনাগণ প্রতি।

হে বীরগণ! অদ্য তোমরা আমার অধীনে থাকিয়া শত্রু সংহারে নিযুক্ত হইলে। আমার নাম কুমাৎসর্য্য। আমার নিশ্বাসে লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী শ্রী থাকে না। লোকের ভাল দেখিলে আমার মাথায় যেন পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহ সংসারে যে সমস্ত শ্রীমন্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই আমার চক্ষু শূল। আমি ভুলেও তাদের মুখ দেখিনা। ভাগ্যবানের কথা দূরে থাক্; যদি সামান্য দুঃখি জনে একখানি ফর্ সা কাপড় পরে, তাহাও আমার অসহ্য।

সমুদয় অবনীর, মধ্যে আমি একাবীর,
মম তুল্য বীর আর নাই।
আমার হিংসার বলে, স্বর্ণ লঙ্কা মগ্ন জলে,
রামে আমি কাননে পাঠাই॥
দেখ মম হিংসাবল, ধরাশায়ী বিন্ধ্যাচল,
কলঙ্কিত হল সুধাকর।
পারিজাত হীনবাস, বলির পাতালে বাস,
ভগাঙ্গ হইল পুরন্দর॥
ব্রহ্মাছিল পঞ্চানন, হইল চতুরানন,
বিষ্ণুর হইল দারি কর্ম্ম।
শিব হোল হনুমান, কায়া হীন পঞ্চবান,
তৃণ তুল্য হইয়াছে ধর্ম্ম॥
বেদের যে তত জাঁক, সব হয়ে গেছে ফাঁক,
কেহ আর বেদ নাহি মানে।
মর্ত্ত্যে যারা করে বাস, প্রায় সবে কলি দাস,
সত্য কথা মুখে নাহি আনে॥

সেনাগণ! আমার পরাক্রম শুনিলে? এক্ষণে নির্ভয়ে শত্রুগণকে আক্রমণ কর, আমি তোমাদের অগ্রভাগে আছি।

(সুমাৎমর্য্য নামক বেদরাজার সেনাপতি অটল নামক ব্যূহ দ্বারে থাকিয়া স্বীয় সৈন্যগণ প্রতি।)

হে সেনাগণ! অদ্য আমিই তোমাদিগের অধিপতি হইয়া এই সমর সাগরোপকূলে আগমন করিয়াছি, আমার নাম সুমাৎসর্য্য। আমি অকারণে পর শ্রী দেখিয়া কাতর হই না তবে যে কিরূপ লোকের শ্রী, মান, যশ দেখিয়া দ্বেষ করি তাহা শ্রবণ কর।

সুন্দ উপসুন্দ বীর মম দ্বেষানলে।
উভয়ে নিধন হ'ল উভয়ের বলে॥

আমারি দ্বেষেতে দুষ্ট দানব বাতাপি।
অগস্ত্য উদরে ভস্ম হ’ল মহাপাপি॥
হীরণ্য কশিপু রাজা ছিল মহীপরে।
মম দ্বেষে মল দুষ্ট নরসিংহ করে॥
ক্ষত্রী হন্তা মহা ক্রোধী ভৃগু বংশ রাম।
আমার কারণে তারে রাম হ’ল বাম॥

হে বীরগণ! যাঁহারা ধন, মান, যশ, সৎপ্রণালিতে উপার্জ্জন করেন, আমি ভ্রান্তি ক্রমেও তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিনা। দুরাত্মা দশানন এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পাপমতি ভূপতিগণ অন্যায় আচরণ দ্বারা স্বীয় স্বীয় মান, যশ, ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল বলিয়াই আমার দ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল।

ন্যায় পথে থাকি যারা হয় ধনবান।
তাহাদের লক্ষ্মী দেখে নাহি ফাটে প্রাণ॥
যাহাদের ধনে নাই ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
তাহাদেরি ধনে হিংসা করে মম মন॥
মানি হয়ে যে সকলে মানিরে না মানে।
ভস্ম করে মম দ্বেষ তাহাদেরি মানে॥
যশস্বী হইয়া যারা পর যশ হরে।
মম দ্বেষ তাহাদের যশ নষ্ট করে॥

যোদ্ধগণ! তোমরা অকুতোভয়ে বিপক্ষগণের প্রাণ সংহার কর। দুর্ব্বল কুমাৎসর্য্য হইতে তোমাদিগের কিছু মাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

(কলি সৈন্য নায়ক কুমাৎসর্য্য সক্রোধে)
সুমাৎসর্য্যের প্রতি।

আরে মর্ মর্ ক্ষেরে, কুজ্ঞান্ না হোস্ ফেরে,
তত বড় কথা কোস্ যত বড় মুখ।

বিজ্ঞাপন।

এই কাব্য নয়নোৎসব গ্রন্থ, প্রতি মাসের ২রা তারিখে খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়। ইহাতে অভিনব নাটক, চম্পূ এবং পদ্যময় পুস্তক সকল ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া জন সমাজে দর্শিত হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶৹ আনা মাত্র। নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকটে এই গ্রন্থ তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
উকীল বিবি এণ্ড রটাস অফিস্।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
সিমলা সাগর ধর লেন নং ৩।

শ্রীযুক্তবাবু রাধা কৃষ্ণ শেট।
ক্যানিং ইষ্ট্রীট ১২৭ নং।

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ শেট।
যোড়াসাঁকো চাষাধোপাপাড়া ৫ নং।